রামপুরে বাংলা ভাইয়ের অজানা কাহিনী

সাজেদুর রহমান

বাংলাদেশের ৩৫ বছরের ইতিহাসে ভয়ঙ্কর নাম বাংলা ভাই। পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন বছর দুয়েক। এর একটা বছরের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থানার গহিন গ্রাম রামপুরায়। ময়মনসিংহ শহরের লোকেরা বলে, 'পাহাড়ি এলাকা। ওখানকার কুত্তার নামেও মামলা আছে, ১০টা। পাহাড় কাটা মামলা, ডাকাতি মামলা, খুন, গাছ কাটার মামলা...।' কৌতূহলের ব্যাপার, একমাত্র চানু মিয়ার নামে একটিও মামলা নেই। রামপুরা গ্রামের চন্ডিমন্ডপের মোল্লা পরিবারের ছেলে চানু মিয়া। যার আশ্রয়ে বাংলা ভাই ছিল প্রায় এক বছর। বাংলা ভাই চানুর বাড়িতে থাকতে এলাকায় জঙ্গি তৎপরতা চালাতো, অবসরে বড়শি বাইতো। আখ ক্ষেতের আগা ঝুরতো কিংবা ধানক্ষেতে আগাছা নিড়িয়ে দিতো। রাতভর কুপি জ্বালিয়ে হামদ-নাত শুনতো।

সারা দেশের মানুষ যখন বাংলা ভাইকে খুঁজে হয়রান, সরকার ৫০ লাখ টাকা ঘোষণা করেছে; ঠিক তখন মুক্তাগাছার রামপুরা, মলাজানি, ভদ্রের বাইত, মধুপুরের কোরালিয়া ও জামালপুরের বন্দচিতলীয়ার মানুষ পরম মমতায় দুধ-কলা দিয়ে বাংলা ভাই নামের ভয়াবহ সাপ পুষছিল। সেই বাংলা ভাইকে র‍্যাব গত ৬ মার্চ আহত অবস্থায় ধরেছে।

আঙ্গর ইষ্টি

চানু মিয়া বছরখানেক হলো বাড়িটি ঘিরেছে। চানুর ভাই রেজ্জাক, ইসমাইল, লালমিয়াসহ তিন ভাইকে ঘেরার মধ্যে রেখেছে। অন্য পাশে লাগোয়া বাড়ি রাবেয়ার। রাবেয়ার স্বামী নেই। শাশুড়ি ও ছোট মেয়েকে নিয়ে যে ঘরটায় থাকতো, ঠিক তার পাশেই টিনের ঘর করেছে চানু মিয়া। বাড়িটি যখন চারদিক টিন ও ছন দিয়ে ঘিরে দিচ্ছিল, তখন রাবেয়া চানুর বউ রেবেকাকে জিজ্ঞেস করেছিল- কিগো, কি হইছে? এর উত্তর রেবেকা দেয়নি, দিয়েছিল চানু। আঙ্গর বউরে আছর পড়ছে পর্দা লাগাইতেছি।

এর কিছুদিন পর থেকেই অপরিচিত এক বা একাধিক মানুষ দেখেন রাবেয়া। আবারও প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় চানু- আঙ্গর ইষ্টি (আমাদের মেহমান)। তবে কালো মতো, মুখে একরাশ দাড়িওয়ালা লোকটি আসতো কম। মাসে একবার কি দুবার। থাকতো ৩-৪ দিন। বেশির ভাগ সময় ঘরেই থাকতো। অনেক সাহেব লোক আইতো, মওলানারা আইতো। তেনাদের সঙ্গে গপসপ করতে দেখছি। পাশের বাড়ির রাবেয়া এ লোকটিকে একজন মোল্লাই মনে করতো। মনে জাগতো না কোনো প্রশ্ন। পাশের গ্রামের চান্দু মেম্বারের ছেলে আনোয়ার ঠিকই চিনতো লোকটিকে। দু-চারবার দাওয়াত করে খাইয়েছে। কখনো কখনো চান্দু মেম্বারের সঙ্গে কাচারিঘাটে বসে বড়শি দিয়ে মাছ ধরেছে।' কথাগুলো বলছিল চন্ডিমন্ডপ কাচারিঘাটের মোতালেবের চায়ের দোকান বসে থাকা কালা ফকির। কালা ফকিরের কথার মতোই মোল্লাবাড়ির সবচেয়ে নিকটবর্তী পাড়া খইল্লাবাড়ির বড় ছেলে

র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাভাইসহ ¯x ফাহমিদা

ইয়াসিন আল। ইয়াসিন জানায়, বাংলা ভাইরে এলাকায় হবাই দেখছে। চান্দু মেম্বারের ছেলে আনোয়ার ইদ্রিস মেম্বার, সামসু মেম্বাররা তার হাতে হাতে ঘুরতো। এ প্রতিবেদক সেই চান্দু মেম্বারের বাড়িতে গেলে ফর্সা টুকটুকে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে বলল, কাকে চান?

: চান্দু মেম্বার কি আছেন?

: না, আব্বা বড়শি বাইতে গেছে।

: বড় ছেলে আনোয়ার আছেন?

: না, ভাই হশুরবাইত (শ্বশুরবাড়িতে) গেছে।

: শ্বশুরবাড়ি কতো দূর?

: এই পাশেই।

এই পাশে বলেই ছেলেটি দুটি আকাশ মুনির বন, একটি খাল পার করল। এরপর এক ঝুপরি বটগাছের নিচে দাঁড় করিয়ে চলে গেলো মাঠ পেরিয়ে দূরের এক বাড়িতে। অনেকক্ষণ পর ১৯-২০ বছরের নাদুস-নুদুস চেহারার একটা ছেলেকে নিয়ে হাজির হলো। ছেলেটির পরনে লুঙ্গি। ওপরের অংশে কিছু নেই। ছেলেটি কাছে এসে বেশ স্মার্টলি হাত বাড়িয়ে বলল-

: আমি আনোয়ার।

২০০০ : আমি এসেছি আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে। কেমন আছেন?

আনোয়ার : ভালো। কামে ব্যস্ত। গুড় বানাইতাছি।

২০০০ : এখানে বাংলা ভাই ছিলো। আপনার সঙ্গে পরিচয় কীভাবে?

আনোয়ার : আমার সঙ্গে পরিচয় ছিলো না। ডাক্তারের বাইত যাইতাম (চানুর চাচাতো ভাই শামসু ডাক্তার)। সেখানেই পরিচয়। আমি জানতাম না হেই বাংলা ভাই। তাহলে তো কাম হারছিলো। চানু মিয়া বলতো তার ইষ্টি, আমি সেইভাবে চিনি।

২০০০ : বাংলা ভাইকে যখন ধরছিলো, তখন র‍্যাব ও পুলিশ আপনাদের বাড়িও ঘিরে ফেলেছিল।

আনোয়ার : হয়, আব্বার নাম আর ওর নাম একমতো হওয়ায় এমনটি হইছে।

২০০০ : যেদিন বাংলা ভাইকে ধরা হয়, আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

আনোয়ার : তখন তো সকাল বেলা। আমরা বসেই ছিলাম। হঠাৎ দেখি লোকজন দৌড়াইতেছে। আমি ভাবি হেয়ালে দৌড়ায়। পাত্তা দিই না। হেরপর শুনি বিকট শব্দ। ভাবি টায়ার ফাটছে।

২০০০ : র‍্যাব সদস্যরা দৌড়াচ্ছিল কেন?

আনোয়ার : আমি তো দেখি নাই। শুনছি সামসু ডাক্তার দৌড় দিছে, পাছে পাছে র‍্যাব দৌড় দিছে।

২০০০ : কয়জন দৌড় দিছে?

আনোয়ার : আমি তো দেখি নাই। শুনছি ওরা কয় ভাই।

...গান পাউডার অথবা ব্ল্যাক পাউডার ব্যবহার করা হয়েছে; যাতে পটাশিয়াম, নাইট্রেট, সালফার ও চারকল পাওয়া যায়। বোমা বিস্ফোরিত হলে সালফার, ফসফরাস ও নাইট্রোজেন পাওয়া যেতো। এখানে বিস্ময়কর তথ্য হলো, বোমা বিস্ফোরণের কোনো উপাদানপাওয়া যায়নি

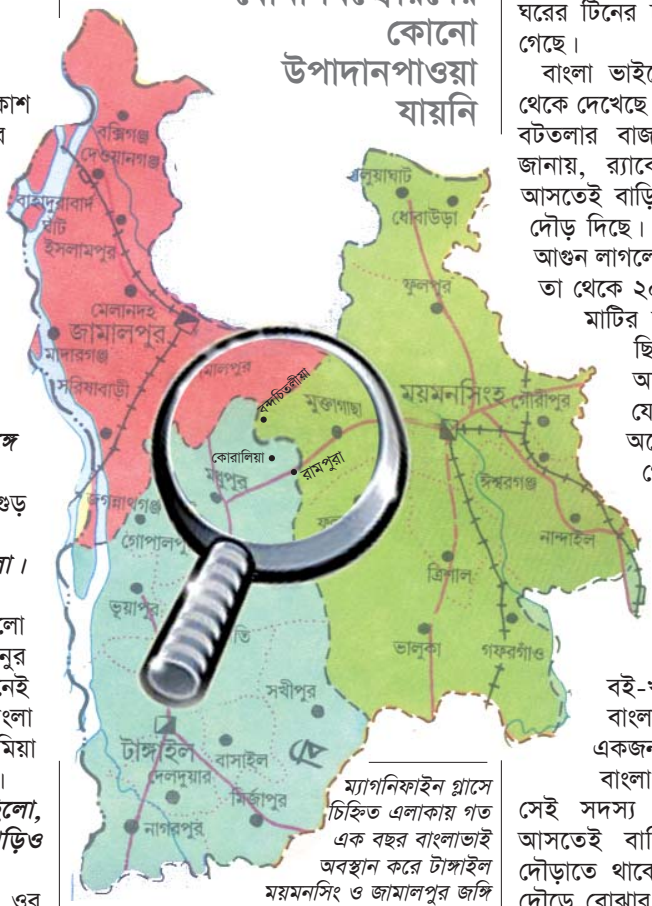

ম্যাগনিফাইন গ্লাসে চিহ্নিত এলাকায় গত এক বছর বাংলাভাই অবস্থান করে টাঙ্গাইল ময়মনসিং ও জামালপুর জঙ্গি কর্মতৎপরতা তত্ত্বাবধান করেন

পাশের গ্রামের শুভ্র দেব বলল অন্যভাবে। র‍্যাব এলাকায় একই নামের চানু, চান্দু, চান্দ তিনজনের বাড়িই ঘিরে ফেলে। বাংলা ভাইয়ের বউ দেখিয়ে দেয় নির্দিষ্ট করে কোন বাসায় আছে। র‍্যাব তখন সেই বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। র‍্যাবরা যখন চানুর বাড়ির কাছাকাছি যায়, ঠিক তখনই চানুর ভাতিজি ফাতেমা প্রথম টের পেয়ে পুলিশ বলে চিৎকার জুড়ে দেয়। ফাতেমার চিৎকারে বাড়িতে থাকা ১০ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা ও ৩টি শিশু পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। র‍্যাব দেখে বাংলা ভাইও পালিয়ে যেতে চায়, তখন র‍্যাব গুলি করে আহত করে ধরে। বাংলা ভাই ধরা পড়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুৎ বেগে। আশপাশের মানুষ প্রথমে একটি বিকট শব্দ শোনে। কিছু লোককে দৌড়ে যেতে দেখে। একটু পরে চানুর ঘরে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে।

পাশের ঘরে থাকা রাবেয়া জানালো, একটা শব্দ পাইছি। সেইডা বোমার না গুলির জানি না। এর অনেক পর আলোর ঝলকানি দেখি। হের পর আগুন লাগে ঘরে। আমি পোলাপান ও শাশুড়িরে কোনো মতে ঘর থেকে বের করে আনি। এছাড়া ঘর থেকে কিছুই বের করতে পারিনি। চানুর ঘরের সঙ্গে লাগোয়া রাবেয়ার ঘর পুড়ে যায় অদ্ভুতভাবে। শুধু ঘরের টিনের চাল উড়ে গেছে, বেড়া পুড়ে গেছে।

বাংলা ভাইকে ধরার মুহূর্তকে খুব কাছ থেকে দেখেছে ১২-১৪ বছরের মঞ্জুরুল হক। বটতলার বাজারে ভ্যান চালায়। মঞ্জুরুল জানায়, র‍্যাবের লোকজন বাড়ির কাছে আসতেই বাড়ির মানুষ যে যেদিকে পারছে দৌড় দিছে। র‍্যাব কি জানি মারলো, ঘরে আগুন লাগলো। 'বাংলা ভাই যে ঘরে ছিলো তা থেকে ২০ হাত দূরে একটা অর্ধনির্মিত মাটির ঘরের মেঝেতে অস্ত্র ও চাকু ছিলো। তাদের কাছে কোনো অস্ত্র বা গোলাবারুদ ছিলো না। যে ঘরে ছিলো, সেই ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে ছিলো ধানের গোলা (চাটাই গোল করে বেঁধে মাঝে ধান রাখা), একটা চৌকি, একটা বাইসাইকেল, পানির কলস, ওষুধের শিশি, গামলা, কলসি, কাঁথা-তোষক, চাদর ও কিছু বই-খাতা।' তথ্যগুলো দিলো বাংলা ভাই গ্রেপ্তার অপারেশনের একজন সদস্য।

বাংলা ভাইকে ধরার সঙ্গে জড়িত সেই সদস্য জানায়, বাড়ির কাছাকাছি আসতেই বাড়ির লোকজন টের পেয়ে দৌড়াতে থাকে। আমরা সবার পেছনে না দৌড়ে বোঝার চেষ্টা করি বাংলা ভাই কোন দিকে। বাড়ির পশ্চিম দিক দিয়ে অগ্রসর হতেই দেখা যায় বাংলা ভাই ঘর থেকে বের হচ্ছে, হাতে আগ্নেয়াস্ত্রের মতো কী যেন। কোনো রিস্ক নয়, র‍্যাবের কোনো এক সদস্য গুলি ছোঁড়ে বাংলা ভাইকে লক্ষ্য করে। বাংলা ভাইয়ের গায়ে লেগেছে কি না বোঝা যায় না। বাংলা ভাই এর পরও দৌড়াতে উদ্যত হয়। ঠিক সে মুহূর্তে অপর এক সদস্য কী যেন একটা ছুঁড়ে মারে। এতে বিকট শব্দ হয় ও ঘরে আগুন লাগে। পূর্ব দিক থেকে র‍্যাব ও পুলিশের গ্রুপ অস্ত্রসহ ঘরের খুব কাছে চলে আসে। সম্ভবত সে সময় র‍্যাবের এক সদস্য মাথায় আঘাত পায়।

সাধারণ জ্ঞান থেকে একটা বিষয় সহজেই বোঝা যায়, ঘরের ভেতর থেকে বোমা

ফাটালে ঘরের মেঝেতে বা দেয়ালে কোথাও আঘাতের ক্ষত থাকবে। কিন্তু কোথাও কোনো প্রকার ক্ষতের চিহ্ন নেই। পুড়ে যাওয়া ঘর থেকে একটি কাচের বোতল সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, গান পাউডার অথবা ব্ল্যাক পাউডার ব্যবহার করা হয়েছে; যাতে পটাশিয়াম, নাইট্রেট, সালফার ও চারকল (Na/Kno3) ৭৫ : ১৫ : ১০ অনুপাতে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য বোমা বিস্ফোরিত হলে সালফার, ফসফরাস ও নাইট্রোজেন পাওয়া যেতো। এখানে বিস্ময়কর তথ্য হলো, বোমা বিস্ফোরণের কোনো উপাদান পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ র‍্যাবের দেয়া তথ্য বিভ্রান্তকর বলে মনে হয়। বোমায় যেসব উপাদান থাকার কথা সেগুলোর কিছুই পরীক্ষালব্ধ কাচের বোতলে পাওয়া যায়নি।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ঘরের টিনগুলোর অধিকাংশ বাঁকা হয়ে গেছে। পুরে গেছে অল্পসংখ্যক টিন। পুরে যাওয়ার ধরনে মনে হয়, চায়ের দোকানে বাতাস ঠেকানোর জন্য চারপাশে টিন দীর্ঘদিন রাখলে যে রকম কালো প্রলেপ পড়ে, ঠিক তেমনি। ঘরের মেঝেতে কোথাও ক্ষত নেই। ঘরে একটি চৌকি ছিলো, তার অধিকাংশ পুড়ে গেছে। ঘরের মধ্যে যে বাইসাইকেল ছিলো, সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে এটির। টায়ার-টিউব কিছুই অবশিষ্ট নেই। বাংলা ভাইয়ের হাতে যদি কোনো অস্ত্র থাকতো সেটিও মনে হয় সাইকেলের মতো বাদামি বর্ণের হয়ে যেতো। র‍্যাব বাংলা ভাইকে ধরার পর পুরো বাড়ি তছনছ করেছে। আর কোথাও অস্ত্র আছে কি না খুঁজেছে। এই প্রতিবেদক চানু ও তার ভাইদের ঘরে কয়েকটি নোটবুক পান। নোটবুকে শতাধিক নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর, টাঙ্গাইলের সোনালী ব্যাংকের একটি ব্যাংক একাউন্টের নম্বর, সৌদি আরবের ফোন নম্বর, মৃত্যুর তালিকা, বিবাহের তালিকা আছে। এছাড়াও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার তারিখ, মাদ্রাসার জন্য আদায় করা চাল, টিন ও টাকার হিসাব; ঢাকা, ফরিদপুর, গাজীপুর, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের নাম ও ঠিকানা; ঘর থেকে কথিত বাংলা ভাইয়ের ব্যবহৃত কোরআন শরিফ, আল-হারমাইন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বই, শায়খ মুহাম্মদ মুনিরউদ্দিনের ওয়াজের ক্যাসেট পাওয়া যায়।

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার ফুলবাড়িয়া এবং জামালপুর সদর ও থানায় ৫ শতাধিক জেএমবি সদস্য রয়েছে। এরা সবাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফুলবাড়িয়া উপজেলার পলাশতলী গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে আব্দুর রউফ ওরফে মাসুদ বাংলা ভাইয়ের শেষ সময়ের সহচর। সে-ই এই হিসাব দেয়। মাসুদ এখন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছে। তার তত্ত্বাবধান করছেন পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ গোলাম মোস্তফা।

এখানে ২০টির মতো মাদ্রাসায় ট্রেনিং দিতো বলে অনুসন্ধানে জানা যায়। পাশের জেলা জামালপুরে আব্দুর রহমানের বাড়ি। সেই সুবাদে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুরে একটা শক্ত ঘাঁটি গড়ার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছিল

ময়মনসিংহ বাংলা ভাইদের জন্য এক উর্বর জায়গা। এখানে ২০টির মতো মাদ্রাসায় ট্রেনিং দিতো বলে অনুসন্ধানে জানা যায়। পাশের জেলা জামালপুরে আব্দুর রহমানের বাড়ি। সেই সুবাদে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুরে একটা শক্ত ঘাঁটি গড়ার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছিল। এখানকার আহলে হাদিস অনুসারীদের সংগঠিত করে তাদের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করে আশির দশকেই। এখানকার অনেকগুলো মসজিদ, মাদ্রাসায় সে সময় থেকেই নিয়মিত অর্থায়ন করে আসছিল আল হারমাইনের মাধ্যমে।

ময়মনসিংহ শহরেও তাই অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে আছে নামে-বেনামে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই ফার্মাসি, ল্যাবরেটরি, নার্সিং হোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, রিপ্রেজেন্টেটিভ, প্রোপাইটার, মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ, মেডিকেল অফিসারের বেশে জঙ্গিরা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতো। ময়মনসিংহ শহরের যে বাসা থেকে বাংলা ভাইয়ের স্ত্রীকে র‍্যাব ধরেছে, সেটিও ছিলো একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার। সেখানে প্রতিদিন অনেকগুলো মোটরসাইকেল আসতো। কিছুক্ষণ থাকতো। এরপর চলে যেতো। আশপাশের মানুষ ভাবতো, কোম্পানির মেডিকেল অফিসাররা তো আসবেই।

ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল জঙ্গিদের নির্ভরযোগ্য ঘাঁটি

তিনটি জেলায় আশির দশক থেকে কাজ করছে আবদুর রহমান। '৯৮ সাল থেকে বাংলা ভাইও এই এলাকায় আসতে থাকে। টাঙ্গাইল থেকে গ্রেপ্তার হওয়া জঙ্গি ক্যাডার মঈনুল ইসলাম স্বীকারোক্তিতে বলে, বাংলা ভাই হিসেবে আত্মপ্রকাশ হওয়ার অনেক আগেই বাংলা ভাই এ এলাকায় আসত। ২০০২ সালের ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের অজান্তা, ছায়াবাণী এবং অনেক হলে বোমা হামলায় বাংলা ভাই নেতৃত্ব দিয়েছে। শায়খ আবদুর রহমানের নিজ জেলা জামালপুর। ময়মনসিংহে বোনের বাড়ি। সেই বাড়ির পাশেই ১৬৫/এ আর কে মিশন রোডের বাড়িতে ধরা পড়ে বাংলা ভাইয়ের স্ত্রী ফাহমিদা। এ বাড়ির মালিক সৌদি প্রবাসী সেকান্দার আলী। এলাকার সূত্রমতে, এই সেকান্দার আলী শায়খ রহমানের মক্কা জীবনের বন্ধু এবং এ আন্দোলনে সৌদি প্রধান। সেকান্দারের ভাতিজা হীরা বাড়িটি দেখাশোনা করতো।

শুধু শহরেই নয়, প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতেও জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। তিন জেলা মিলে হাজারখানেক জঙ্গি সদস্য আছে, যাদের র‍্যাব বা পুলিশ এখনো ধরছে না। ময়মনসিংহ এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চল রামপুর, চন্ডিমন্ডপ, চেচুয়া, ফুলবাড়ী, পলাশতলী, পুটিজানাসহ বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে জানা যায়, ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আহলে হাদিস অনুসারী ৮টি মাদ্রাসা ও ৬টি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অত্র এলাকায়। এসব মাদ্রাসা থেকে বাছাইকৃত ছাত্রদের প্রতিবছর সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। প্রতি রাতেই তারা কালুরঘাট পাহাড় হয়ে মধুপুর বনে চলে যেতো। অস্ত্র চালনা, বোমা তৈরি ও যুদ্ধের কলাকৌশল শেখানো হতো। জঙ্গিদের এ কর্মকান্ড এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বারসহ অনেকেই জানতো। স্থানীয়রা জানায়, পূর্ব চন্ডিমন্ডপের মাহমুদ মাস্টারের ছেলে কালাম জঙ্গি শিক্ষক হিসেবে এদের ট্রেনিং দিতো।